ভোরের কাগজ

তারিখ ... NOV 12 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

02

আবারো হরতাল হলে ছুটির দিনে স্কুলগুলোতে পরীক্ষা হবে

আজ অধিকাংশ স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে

কাগজ প্রতিবেদক ঃ রাজধানীর স্কুলগুলোতে হরতাল আতঙ্ক এখনো কাটেনি। ৩ দিনের লাগাতার হরতালের পর গত বুধবার থেকে স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তা তাতে একটুও কমেনি। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে চলমান পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক-অভিভাবক-ছাত্রছাত্রীরা উদ্বিগ্ন। ঘোষিত রুটিনে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কোনো পরীক্ষা না থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজ শুক্রবার নগরীর অধিকাংশ স্কুলেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হরতাল ডাকা হলে আগামীতেও ছুটির দিনে তারা পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

এদিকে, বিরোধী দলগুলো স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলাকালীন হরতাল কর্মসূচি না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহলের আবেদনের ব্যাপারে গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনো সাড়া দেয়নি। জানা গেছে, গতকাল ৪ দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলেও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বিরোধী নেতৃবৃন্দ আশা করছেন স্কুলগুলো হরতালের ফাঁকে ফাঁকে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করবে। প্রসঙ্গত, বিরোধী দলগুলো আগামী ১৪ নভেম্বর গণমিছিল থেকে তাদের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

স্কুলগুলো এখন তাকিয়ে আছেন বিরোধী দলের কর্মসূচির দিকে। বিভিন্ন স্কুলের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নভেম্বর মাসের বাকি দিনগুলোতে হরতালসহ বড়ো ধরনের কোনো কর্মসূচি ঘোষণা না করা হলে

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

আবারো হরতাল হলে ছুটির দিনে

● প্রথম পাতার পর

নির্বিঘ্নেই বার্ষিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের দিকে তাকিয়ে এ সময়ে কোনো কর্মসূচি দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য তারা পুনরায় বিরোধী দলগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত রেসিডেন্সিয়াল মডেল হাই স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল কায়সার আহমেদ জানিয়েছেন, সময়মতো পরীক্ষা শেষ করার জন্য প্রয়োজনে শুক্রবারে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে তার স্কুল চিন্তা ভাবনা করবে। তবে জুম্মার নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, মর্নিং এবং ডে এই দুই শিফটে পরীক্ষা, ফলে শুক্রবারে পরীক্ষা গ্রহণ অনেক ঝামেলা সৃষ্টি করবে। রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে গত বুধবার থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। শেষ হবে আগামী ২৩ নভেম্বর।

বেসরকারি স্কুল মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ে আজ শুক্রবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। স্কুল রুটিন অনুযায়ী ১ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ঐদিন বিরোধী দল হরতাল ডাকায় পরদিন থেকে পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়। মাঝে ৩ দিনের টানা হরতালে রুটিনে আবারো ছেদ পড়ে। স্কুলটির প্রধান শিক্ষক সৈয়দ আব্দুল কাইয়ূম জানিয়েছেন, ঘন ঘন হরতালের ফলে তার পক্ষে পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়াই দুরূহ হয়ে পড়েছে।

ধানমন্ডি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলেছেন, রুটিন অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু যখনই শোনে পরীক্ষা পিছিয়েছে তখনই তাদের মন খারাপ হয়ে যায়। এই স্কুলেও আজ শুক্রবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

অগ্রণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের [illegible] শিক্ষয়িত্রী রোকেয়া মান্নান [illegible] হরতাল হলে তার স্কুলে শুক্রবারেও পরীক্ষা নেওয়া হবে। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার হাই স্কুলে আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হবে ২ ডিসেম্বর। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহ আলম বললেন, 'ঘোষিত সময়সূচি নিয়ে খুবই টেনশনে রয়েছি। এ সময়ে হরতাল হলে খুবই বিপদে পড়ে যাবো।' তিনি বললেন, নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার রুটিন এগিয়ে আনা যায় না। পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে সময়মতো রেজাল্ট ঘোষণা সম্ভব হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গত শুক্রবারও পরীক্ষা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ মাসে আর হরতাল না হলে খুব ভালো হয়। হরতালের কারণে ভিকারুননেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজেও আজ শুক্রবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আর মালিটোলা সরকারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ নাসিরউদ্দিন জানিয়েছেন, আবারো হরতাল ডাকা হলে শুক্রবারে পরীক্ষা নেওয়ার কথা তারা ভাববেন। তিনি বলেছেন, শুক্রবারে পরীক্ষা নিলে ছেলেদের হয়রানি হয়, তারা পরীক্ষায় গ্যাপ পায় না। নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুস আলী ভূঁইয়া বলেছেন, 'হরতালের কারণেই গত শুক্রবার আমরা পরীক্ষা নিয়েছি। আবারো আমাদের তাই করতে হবে।' তিনি স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার সময় রাজনৈতিক কর্মসূচি শিথিল করার জন্য বিরোধী দলগুলোর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি হলেও ইংলিশ মিডিয়াম ছাড়া সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি অন্য স্কুলগুলোতে ছুটি শুধু শুক্রবারে। তাই সব স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার রুটিনেই শনিবারেও পরীক্ষার কর্মসূচি ছিল।